দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 14 JAN ... পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

ইনকিলাব ঃ রাজধানীর খ্যাতনামা ভিকারুন্নিসা নূন গার্লস স্কুলে গতকাল প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষার সময়ে বাইরে শত শত অভিভাবকের ভিড়। প্রিয় শিশু [illegible] দীর্ঘ ৩ ঘণ্টার ভর্তি পরীক্ষার জন্য বাইরে অপেক্ষমাণ অভিভাবকদের এমনিভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে সন্তানকে নিয়ে বাড়ী ফিরতে হয়

রাজধানীর স্কুলগুলোতে শুরু হয়েছে ভর্তির লড়াই

মোহাম্মদ আবদুর রহিম ॥ রাজধানীর স্কুলগুলোতে শুরু হয়েছে ভর্তির লড়াই। সন্তানকে একটি ভাল স্কুলে ভর্তির লক্ষ্যে অভিভাবকগণ ছুটছেন এক স্কুল থেকে আর এক স্কুলে। রাজধানীতে নানান ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সহস্রাধিক হলেও মানসম্পন্ন স্কুলের সংখ্যা হাতে গোনা কিছু। আর এ কারণেই প্রতি শিক্ষাবছরের প্রথম মাসটিতে ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকগণ থাকেন উদ্বেগাকুল ও উৎকণ্ঠিত। সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যৎ [illegible] একটি উন্নত মানের স্কুলে সন্তানকে ভর্তির আগ্রহে প্রতিটি দিনই কাটে চরম অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে। তারা ভিড় জমায় স্কুলে স্কুলে। কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাজীবন শুরু হয় তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে অথবা ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে। ভর্তির এ লড়াই ৩১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হলেও বাংলা মাধ্যমে ভর্তির লড়াই শুরু হয়েছে মূলত গতকাল থেকে। ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীরা গতকালই প্রথম ভিকারুন্নিসা নূন স্কুলে প্রথম শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে।

গতকাল ভিকারুননিসা নূন স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা চলাকালীন সময়টি ছিল অনেকটা শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি। কখন না জানি মাইকে কার সন্তানের বিষয়ে কোন ঘোষণা আসে। ভর্তি পরীক্ষা চলাকালীন সময়েও বা পরীক্ষার পূর্ব মুহূর্তে ক্ষুদে পরীক্ষার্থীদের অভিমানের যেন শেষ ছিল না। কেউ পরীক্ষা হলেই ঢুকেনি। কেউ পরীক্ষা হলে ঢুকে পরীক্ষা না দিয়ে কাঁদতে

৭-এর পৃঃ ২ এর কঃ দেখুন

স্কুলে ভর্তির লড়াই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শুরু করে। আর তখনই মাইকে ভেসে আসে অমুকের সন্তান কাঁদছে উনি যেন তার সন্তানের কাছে যান। আবার কেউ হয়তোবা কলম হারিয়ে ফেলেছে। মাইকে এসব ঘোষণা আসার সময় সকলেই নিজের সন্তানের ঘোষণার আশংকা করছিল। পরীক্ষা শেষে কঠিন সময়টি ছিল অভিভাবকদের নিকট সন্তানকে বুঝিয়ে দেয়ার কাজটি।

ভিকারুননিসা নূন স্কুলের মূল শাখা ও ধানমন্ডি শাখায় প্রায় সাড়ে ৬শ' আসনের বিপরীতে সাড়ে ৪ হাজারের মতো পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। আইডিয়াল স্কুলে ১ম শ্রেণী থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী এবং নবম শ্রেণীতে প্রায় ৪শ' আসনের বিপরীতে সাড়ে দশ হাজারের অধিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবে। গত ৩১ ডিসেম্বর আইডিয়াল স্কুলে ভর্তি ফরম বিক্রি সম্পন্ন হয়েছে। স্কুলের মতিঝিল শাখায় ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ৪, ৬ ও ৮ জানুয়ারী। বনশ্রী শাখায় ভর্তি পরীক্ষা হবে ১০, ১২ ও ১৫ জানুয়ারী। রাজধানীর ২৪টি সরকারী স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ৯, ১১ ও ১৩ জানুয়ারী। আগামী ৫ জানুয়ারী পর্যন্ত ভর্তি ফরম বিক্রি হবে। সরকারী স্কুলসমূহকে ৩টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি গ্রুপের স্কুল সংখ্যা ৮। 'ক' গ্রুপের ভর্তি পরীক্ষা হবে ১১ জানুয়ারী এবং 'গ' গ্রুপের ভর্তি পরীক্ষা হবে ১৩ জানুয়ারী।

ভিকারুননিসা নূন স্কুলের সাবেক প্রিন্সিপাল মিসেস আলী কর্তৃক পরিচালিত গুলশানস্থ সাউথ পয়েন্ট স্কুলে ভর্তি কার্যক্রম প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। তার নির্দেশে ২নং সিদ্ধেশ্বরী রোডে অবস্থিত সিটি [illegible] ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে ভর্তি ফরম বিতরণের তারিখ ১৬ জানুয়ারী পর্যন্ত ধার্য করা হয়েছে। আগামী ১৭ জানুয়ারী সর্বশেষ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। মণিপুর স্কুলেও ১৫ জানুয়ারীর মধ্যে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।

অভিভাবকরা একাধিক স্কুল থেকে ভর্তি ফরম সংগ্রহ করেছেন। ভর্তির জন্য এত ছুটাছুটি ও কোচিং-এর জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করেও ভর্তি লড়াইয়ে হেরে যাবে শতকরা ৮০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী। অপরদিকে ভর্তির চাপ বৃদ্ধির পাশাপাশি ভাল মানের স্কুলের সংখ্যা বাড়ছে না। রাজধানীতে সরকারী স্কুলসমূহে ভর্তির ক্ষেত্রে অভিভাবকদের আগ্রহ অপেক্ষাকৃত কম। সবক'টি সরকারী স্কুলের লেখাপড়ার মান উন্নত করা যেতে পারলে রাজধানীতে ২/৪টি স্কুলে ভর্তির এত চাপ থাকতো না। তবে সম্পূর্ণ বেসরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত কিছু কিছু স্কুলের লেখাপড়ার মান বৃদ্ধির কারণে ভিকারুননিসা ও আইডিয়াল স্কুলে ভর্তির চাপ গত ২/৩ বছরের তুলনায় কিছুটা কমেছে। সরকারী স্কুলসমূহে ভর্তি পরীক্ষার পরও তদবিরের মাধ্যমে অনেক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির কারণে বেশ কিছু মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ের স্কুলসমূহে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। এরপরও ভাল স্কুলে ভর্তির জন্য নানামুখী প্রচেষ্টা এবং ছুটাছুটির কমতি নেই।